ভোরের কাগজ

MAR. 24 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ৮ ...

ফেনীতে ৫৭ ছাত্র ও যুবলীগ নেতাকর্মীর বিক্ষোভ শেষে আদালতে গণআত্মসমর্পণ

তাৎক্ষণিক ১৪৪ ধারা জারি □ ১৬ জনের জামিন মঞ্জুর হলেও পরক্ষণেই আদালত এলাকায় সভা-মিছিলের অপরাধে ৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করে জেলে প্রেরণ

ফেনী প্রতিনিধি : জেলার দাগনভূঞা উপজেলার ছাত্রলীগ ও যুবলীগের প্রায় ৬০ জন নেতাকর্মী বিভিন্ন মামলার আসামি হয়ে দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকাল শনিবার ফেনীর প্রথম শ্রেণীর আমীল আদালত-২-এ হাজির হয়ে একযোগে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। এদের মধ্যে আদালত ১৬ জনের জামিন মঞ্জুর করলেও পরবর্তী সময়ে তাদেরকে আদালত এলাকায় মিছিল ও সভা করার অপরাধে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

আত্মসমর্পণকারী নেতাকর্মীরা জানায়, বিগত ১ অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিভিন্ন মামলায় পলাতক থেকে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছিল। প্রতিপক্ষের হামলার আশঙ্কায় ফেনী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সাজুর অনুরোধে তারা একসঙ্গে আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

আত্মসমর্পণের ঘটনায় আদালত এলাকায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় গতকাল দিনভর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করেন। আত্মসমর্পণকারীরা স্থানীয় কয়েকজন দলীয় নেতাকে নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আদালত এলাকায় মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে এক সংক্ষিপ্ত সভায় মিলিত হন। ১৩টি মামলার পলাতক আসামিদের মধ্যে দাগনভূঞা

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

ফেনীতে ৫৭ ছাত্র যুবলীগ নেতাকর্মীর

● প্রথম পাতার পর

উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি দিদারুল কবির রতনসহ ৯টি ইউনিয়নের ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সভাপতি ও সম্পাদক ছাড়াও বেশ কিছু নেতাকর্মী রয়েছেন। মামলাগুলোর মধ্যে খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও আগুন লাগানোর ঘটনার আসামিরা রয়েছে। আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীরা ১ম শ্রেণীর হাকিম খোদেজা আক্তার খানমের আদালতে পৃথক পৃথকভাবে দায়েরকৃত মামলার শুনানিতে জামিনের প্রার্থনা করলে বিজ্ঞ আদালত মাত্র ১৬ জনের জামিন মঞ্জুর করেন।

এদিকে আদালত প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল ও সভা করার অপরাধে জামিনপ্রাপ্ত ১৬ জনসহ অপরাপর ৮৮ জনকে আসামি করে পুলিশ গতকালই একটি মামলা দায়ের করে। এদের মধ্যে গতকাল আদালতে আত্মসমর্পণকারী ৫৭ জনকেই বিকালে ফেনী জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তারকৃত ৩১ জনকে থানা হাজতে রাখা হয়। আটককৃত সকলের বিরুদ্ধে ফেনী থানার ওসি আবদুল গাফ্ফার বাদী হয়ে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান। রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখাপর্যন্ত মামলা হয়নি। গতকাল শনিবার সকালে দাগনভূঞা উপজেলার ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৫৭ জন ফেরারি নেতাকর্মী একযোগে অতর্কিতে আদালত প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। এদের উপস্থিতির খবরে শহর থেকে অনেকেই আদালত এলাকায় তাদেরকে দেখতে যান। আদালত এলাকায় তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ দিলে পুলিশ আদালতের চারদিক কর্ডন করে ফেলে। এ সময় আদালত থেকে কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি।

সকাল ১১টায় স্থানীয় দলীয় নেতাদের পরামর্শে আত্মসমপর্ণকারীরা অকস্মাৎ মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে মিছিল করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচতলার বারান্দায় এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। সভায় আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে দাগনভূঞা উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি দিদারুল কবির রতন, জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আজিজ আহমেদ চৌধুরী ও জেলা যুবলীগ সভাপতি এবং জাহিদ হোসেন খসরু বক্তব্য রাখেন।

সভাশেষে আত্মসমর্পণকারীরা একযোগে আদালত কক্ষে প্রবেশ করেন। এ সময় পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ আদালত কক্ষ থেকে কাউকে ঢুকতে ও বের হতে দেয়নি।